অর্চ্চনাঙ্গভক্তির মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভক্তিঅঙ্গ আছেন, যেমন - শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি। তন্মধ্যে জন্মাষ্টমী যেমন বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মা-নারদসংবাদে উল্লেখ আছে - দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থে ভক্তজন-মাত্রই ভক্তিপূর্ব্বক বিত্তশাঠ্যশূন্য হইয়া জয়ন্তীসম্ভবব্রত অবশ্যই করিবেন। যদি কোন ভক্ত না করেন, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত নরকভোগ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া যে জন অন্য ব্রত আচরণ করে, সে দৃষ্ট অথবা শ্রুত—সকল প্রকার সুকৃত হইতে বঞ্চিত হয়। এই জন্মাষ্টমী ব্রতে যে বিত্তশাঠ্য অর্থাৎ অর্থের কৃপণতা করা উচিত নয়, তদ্বিষয়ে ৮।১৯।২৮ শ্লোকে শ্রীশুক্রাচার্য্য বলি মহারাজকে বলিয়াছেন—"যে জন ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, ভোগ এবং স্বজন - এই পাঁচপ্রকারে বিত্ত বিভাগ করিয়া ভোগ করে, সেই জন ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হয়।"

এইক্ষণ কার্ত্তিকব্রতের কথা স্কন্দপুরাণে যেমন উল্লেখ আছে, তাহাই দেখান হইতেছে। একদিকে সর্ব্বতীর্থনিষেবন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করিয়া অপর দিকে বলিতেছেন —"হে বৎস নারদ! কার্ত্তিক মাস সর্ব্বদা কেশবের প্রিয়। এই কার্ত্তিক মাসে শ্রীবিষ্ণুসন্তোষার্থে যাহা কিছু পুণ্যকার্য করে, সে সকলই অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে ; ইহা তোমার নিকটে অতি সত্য কহিলাম। এই দামোদর প্রিয় কার্তিক মাসে যে জন ভগবৎসন্তোষার্থক ব্রত ভিন্ন অতিবাহিত করে, সে জন সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃত হইয়া তির্য্যকযোনিতে গমন করে।"

এইক্ষণ শ্রীএকাদশীব্রতের কথা কহিতেছি। এই শ্রীএকাদশী অবৈষ্ণব-জনের পক্ষেও নিত্যকর্ত্তব্য ; সেই বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে সর্ব্বজনীনভাবে উল্লেখ করা আছে। বৈষ্ণব অথবা সৌর সকলেই একাদশীব্রত করিবে। সৌর-পুরাণে উল্লেখ আছে—বৈষ্ণব, শৈব অথবা সৌর সকলেই একাদশীব্রত আচরণ করিবে। বিশেষতঃ নারদপঞ্চরাত্রে দীক্ষাগ্রহণের পর অবশ্যকর্ত্তব্য কথনপ্রসঙ্গে "তোমার নিকটে আমি নিয়মবর্ণন করিব" ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া "শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না এবং রাত্রে জাগরণ করিবে ও প্রতিমাতে শ্রীবিষ্ণুকে বিশেষরূপে পূজা করিবে"—এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণুযামলেও একাদশীব্রত কথন প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে— দশমীবিদ্ধা একাদশীব্রত পরিত্যাগ করিবে। এটি শুক্লপক্ষের একাদশী, ইহাতেই ব্রত করা কর্ত্তব্য ; এটি কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, ইহাতে ব্রত করা কর্তব্য নহে—এইপ্রকার ভেদবিচার করা উচিত নহে। ব্রতের দিন কোনপ্রকার অসৎকর্ম্ম করিবে না। শক্তি থাকিতে ফলাদিভোজন করিবে না। একাদশী